দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

37

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী প্রসঙ্গে

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে সফল করার লক্ষ্যে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচী একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই কর্মসূচী অভাবী ঘরের ছেলেমেয়েদের স্কুলে আসতে উদ্বুদ্ধ করবে। এর ধারাবাহিকতা ও ব্যাপক বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করবে গরিব পরিবারের মধ্যে শিক্ষার প্রসার।

বর্তমানে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী সার্বজনীনভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। গ্রামাঞ্চলে গড়ে প্রতি থানায় একটি করে ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গম বিতরণ করা হচ্ছে। এই বিতরণও আবার সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীর মধ্যে করা হচ্ছে না, তারা যতই গরিব হোক না কেন। সরকারের সাম্প্রতিক নির্দেশ কার্যকর করা হলে ঐসব স্কুলের শুধু এক-তৃতীয়াংশ ছাত্রছাত্রী শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় আসবে। মাঠ পর্যায়ে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর এই ধরনের বাস্তবায়ন কি কি সমস্যার সৃষ্টি করছে তার একটি বিবরণ সম্প্রতি দিয়েছেন আমাদের উত্তরাঞ্চলের প্রতিনিধি। একটি থানার ৬টি ইউনিয়নের মধ্যে যে ইউনিয়নটির স্কুলে গম দেয়া হচ্ছে তার ছাত্রছাত্রীরা খুশি। বাকি ৫টি ইউনিয়নের সবাই সরকারী শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করছেন। যে মানদণ্ডেই সরকার এই কর্মসূচীর জন্য বিশেষ ইউনিয়নটি বেছে নিয়ে থাকুন না কেন অন্যেরা সরকারী 'অনুগ্রহ' থেকে নিজেদের বঞ্চিত মনে করছেন। কেন বঞ্চিত তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ তারা খুঁজে পাননি।

যে সব স্কুলে গম দেয়া হচ্ছে সেসব স্কুলের সমস্যাও ছোট নয়। ছাত্রছাত্রীদের প্রায় সবাই গরিব পরিবার থেকে এসেছে। এদের মাত্র এক-তৃতীয়াংশকে যদি গম দেয়া হয় তবে অন্যরা স্কুলে আসার উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে অথবা গ্রাসাচ্ছাদনের লক্ষ্যে বাবা-মাকে সাহায্য করতে চলে যাবে। যে সব পরিবারের ছেলেমেয়েরা গম পাচ্ছে না, সেসব পরিবারে সরকারের কর্মসূচী সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের মেহেরপুর বার্তা পরিবেশক এই কর্মসূচীর যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা আরো করুণ।

আমাদের প্রতিনিধিরা শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর যে সমস্যাগুলো তুলে ধরেছেন, সেগুলো এই কর্মসূচীর আওতায় সকল এলাকার সমস্যা। যারা কর্মসূচীর নীলনকশা প্রণয়ন করেছিলেন, তারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেছিলেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর খণ্ডিত ও 'পরীক্ষামূলক' বাস্তবায়ন থেকেই যদি তারা উপযুক্ত শিক্ষা নিতে না পারেন তবে ভবিষ্যতে লাভের চেয়ে ক্ষতির পাল্লাই ভারী হতে পারে। আমাদের প্রতিনিধিরা এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জনপদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদ, কোন্দল, ঈর্ষা ও সামাজিক দ্বন্দ্বের আভাস পেয়েছেন।

এই দরিদ্র দেশে সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের স্বার্থে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন সবাই দেখতে চায়। একমাত্র এই ধরনের কর্মসূচীর মাধ্যমেই অভাবী পরিবারের ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে আসা এবং ধরে রাখা সম্ভব। অন্যদিকে ধারাবাহিকতা না থাকলে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি।

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর সার্বজনীন বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। প্রশ্ন হল, এই কর্মসূচীর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও তার সফল বিতরণের ক্ষমতা সরকারের আছে কিনা। আজকাল দাতাগোষ্ঠী সাহায্য-সহায়তা দেয়ার ব্যাপারে মানবোন্নয়ন কর্মসূচীর ওপর জোর দিচ্ছে। ঠিকমত চাইতে পারলে এই কর্মসূচীতে তাদের সহযোগিতা পাওয়া কঠিন হবে না। আমরা আশা করবো, বর্তমানের অভিজ্ঞতা থেকে সঠিক শিক্ষা নেয়া হবে এবং এই কর্মসূচীর ব্যাপক বাস্তবায়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে তার পর্যালোচনা এখনই শুরু করা হবে। বিষয়টি জাতীয় অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।